১৩. মূর্তিপূজা

একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে ছাড়া আর অন্য কোন কিছুর উপাসনা করা বাইবেলের দৃষ্টিতে কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য নয় বলে ঘোষনা করা হয়েছে। এটিকে বলা হয়েছে প্রতিমা পূজা বা মূর্তিপূজা। কিন্তু এই প্রতিমা পূঁজা কি আসলেই আজকের দিনে কোন সমস্যা? এই অধ্যায়ে বাইবেলের সময়ের মূর্তিপূজা ও আজকের দিনে কোন বিষয়গুলোকে মূর্তিপূজা বলা যেতে পারে সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

মূল পাঠঃ যিশাইয় ৪৪:৬-২০

বাইবেলের সময়ে, বেশিরভাগ লোক কঠ, পাথর বা মূল্যবান ধাতু দ্বারা উপস্থপিত ঈশ্বর (বা দেব-দেবীদের) উপাসনা করত। এইসব মূর্তি বা প্রতিমাগুলো সূর্য, বিভিন্ন জন্তু, ভৌগলিক কোন অবস্থান বা প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার সথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এসব মূর্তি বা প্রতিমাগুলো প্রায়ই মানুষের মতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। এগুলো ছিল মানুষের পাপ এবং দূর্বলতায় পরিপূর্ণ। প্রতিটি ঈশ্বরকে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট বা ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হত, যেমন, ফলনশীলতা, যুদ্ধ বা ব্যবসায়ের ঈশ্বর।

যিশাইয় এধরনের মূর্তির উপাসনানে করার নিন্দা করেছিলেন। ঈশ্বর দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করেছিলেন, তিনিই কেবল একমাত্র সত্য ঈশ্বর - তিনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই। একজনের নিজের হাতে তৈরী করা কোন কিছুর উপসনা করা যে কত বড় বোকামি এবং অর্থহীন ঈশ্বর তা যিশাইয় ভাববাদীর মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছিলেন। কোন ধাতুর তৈরীই হোক বা কোন খোদাই করা মূর্তিই হোক, মূর্তি তো কেবল মূর্তিই, এর কোন প্রাণ, শক্তি বা কোন ক্ষমতা নেই, এবং বিশেষ ভাবে আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করার কোন ক্ষমতা এর থাকতে পারে না। মূর্তিপূঁজা কেবল বোকামীই নয়, এটি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সাংঘাতিক পাপ, এটি এমন পাপ যা করার ফলে যিনি তা করবেন তার পক্ষে ঈশ্বরের রজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না।

১. যে ধরনের মূর্তিগুলো উপাসনা করা হত সেই সম্পর্কে এই অনুচ্ছেদটি থেকে আমরা কি শিখতে পারি?
২. মানুষের তৈরী কোন কিছুর উপর যে ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করে তার বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের কি বলেছেন?
৩. বাইবেলে এরকম আরো শতশত ঘটনা আছে, যা আমাদের মিথ্যা উপাসনার ভয়াবহতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। কিন্তু, মূর্তিপূঁজা কি একটি বাদ দেওয়ার মত বিষয়? আপনি কি এমন কাউকে চেনেন যে আজো মূর্তির পূজা করে?

মূর্তিপূজা কতটা ভয়াবহ?

নিচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে এই প্রশ্নটির উত্তর দিন।

যাত্রাপুস্তক ২০:১-১৭

দশ আজ্ঞার কগুলো আজ্ঞা মূর্তিপূজার সাথে সম্পর্কযুক্ত? সম্পর্কিত পদগুলোর একটি তালি তৈরী করুন।

দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:৬-১১; যিহিষ্কেল ৮:৭-১৮

মিথ্যা ঈশ্বরের উপাসনাকে ঈশ্বর কতটা সাংঘাতিক হিসেবে বিবেচনা করেন?

১ বংশাবলি ৬:৯-১০

মন পরিবর্তন করেনি এমন কোন মূর্তিপূজাকারী কি ঈশ্বরের রাজ্যে থাকতে পারবে?

আধুনিক মূর্তিপূজা

মূর্তিপূজার তিনটি দিক আজকের দিনে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথম বা দ্বিতীয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার, কিন্তু তৃতীয়টি সবচেয়ে বেশি ভয়াভহ, কারন আমরা খুব সহজে এটিকে মূর্তিপূজা হিসেবে আমাদের নিজেদের মধ্যে চিহ্নিত করতে ভূল করতে পারি।

১. আধুনিক পৌত্তলিক ধর্ম

হিন্দু ধর্মের মতবাদ এমন একটি ধর্মের উদাহরণ যা মূর্তি উপাসনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এমন আরো অনেক ধর্ম রয়েছে এবং পৃথিবীব্যপি এসব ধর্মের লক্ষ লক্ষ অনুসারী আছে। বর্তমানে কিছু কিছু প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম পুনরায় প্রচলিত হতে শুরু করেছে; এমন একটি জনপ্রিয় ধর্ম হলো প্রাচীন শেল্টিক (Celtic) পৃথিবী পূজা, যা ইউরোপে পুনরায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। লোকেরা নিজেদেরকে আধুনিক পৌত্তলিকবাদী বলে দাবী করে। আধুনিক দিনের এই পৌত্তলিকবদী আন্দোলনের সাথে প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মগুলোর অনেক মিল আছে, খ্রীষ্টিয়ানদের এধরনের দর্শন এবং মতবাদে জড়িত হওয়া থেকে নিজেদের দূরে রাখা উচিত।

২. ঈশ্বর ছাড়া যা কিছু আমাদের ভাক্তিমূলক আরাধনা গ্রহন করে তাই প্রতিমা (বা মূর্তি)

আমাদের সবাই "পপ তারকা" (বা pop idol) শব্দটির সাথে পরিচিত। যুবক-যুবতীরা বিশেষভাবে তারকাদের জীবনযাত্রা এবং ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত আকর্ষনীয় মনে করে। আপনি কি ধরনের সঙ্গিত পছন্দ করেন সেটি কোন ব্যপার না, কিন্তু আপনি কোন ব্যক্তি, তাদের প্রতিকৃতি বা তাদের জীবনযাত্রা দ্বারা আকর্ষিত কিনা সেটাই বড় বিষয়।

হয়তো আপনি আপনার ঘরের দেওয়ালে সঙ্গিত বা টিভি তারকাদের পোস্টার টঙ্গিয়েছেন। তা যদি হয়েই থাকে, কেন আপনি সেগুলোকে ওখানে টাঙ্গিয়েছেন? এর উদ্দেশ্য কি ছিল? আপনি যখন সেগুলোর দিকে তাকান তখন আপনি কি চিন্তা করেন? এগুলো কি ঐশ্বরিক চিন্তা, মনোভাব এবং আচরণ উৎসাহিত করে, নাকি মানুষের আচরণ শিখতে উদ্বুদ্ধ করে যা হয়তো ঈশ্বরের পথ নাও হতে পারে, অথবা অন্য কিছু হতে পারে?

আপনি এমন আর কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কথা ভাবতে পারেন যা আপনাকে তাদের বা সেগুলোর বিষয়ে এমনভাবে ভক্তি দিতে বা মনোনিবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করে, যা কেবলমাত্র ঈশ্বরের পাওনা? অথবা এমন কোন জিনিষ বা কার্যক্রমের কথা ভেবে দেখুন যা আমাদের জীবন থেকে অনেক বড় পরিমান সময় নিয়ে নেয়, বা আমাদের চিন্তা এবং পরিকল্পনাকে ব্যপকভাবে প্রভাবিত করে। কোন কিছুর প্রতি আমাদের আগ্রহ বা ভালবাসা কখন প্রতিমা পূজায় পরিণত হয়?

৩. লোভ করাও মূর্তিপূজা!

এই বিষয়টি থেকে বিশেষভাবে সতর্ক হোন! আমাদের পুরো সমাজ ব্যবস্থা লোভের পিছনে ছুটছে। এক কথায় লোভ হলো আপনার যা আছে তার থেকে আরো বেশী চাওয়া (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর কারন হলো আপনি অন্য কাউকে দেখেছেন যার আপনার চেয়ে বেশি আছে)। আমাদের চারপাশে আমরা যত বিজ্ঞাপন দেখি, তা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠাকিন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যন্ত চালাকীর সাথে তৈরী করা হয়েছে, যাতে সেগুলো আমরদের দিয়ে আরো বেশি চাওয়াতে পারে - "আপনার এটা লাগবেই", "আপনার এটি থাকা উচিত", বা "এটি আপনার সময় / টাকা বাঁচাবে অথবা কষ্ট কমাবে"। লোভ ক্যন্সার রোগের মত আমাদের খায়; আমরা যত বেশি পাই, তত আরো বেশি করে চাই। আরো বড়, আরো ভাল, এবং আরো বেশি অর্থ-সম্পদের পবার যে ক্ষুদা আমাদের মধ্যে জন্মেছে, আমাদের হয়তো মনে হতে পারে তা কোন সমস্যাই না, কারন তা আমাদের সমাজের এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিদিনের একটি অংশে পরিনত হয়েছে। কিন্তু বাইবেলের দৃষ্টিতে লোভ হল মূর্তিপূজা

(কলসিয় ৩:৫-৬) এবং লোভের কারনে আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের রজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না! লোভকে কেন প্রতিমা পূজা (বা মূর্তিপূজা) বলা হয়েছে?

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

ঈর্ষাপরায়ন (স্বগৌরব রক্ষনে উদযোগী) ঈশ্বর
যাত্রাপুস্তক ২০:৫।

মূর্তিপূজার মন্দতা
দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:৬-১১; যিহিষ্কেল ৮:৭-১৮; ১ করিন্থিয় ৬:৯-১০।

ঈশ্বরকে সর্বপ্রথমে স্থান দেওয়া
মথি ৬:৩৩; মথি ৬:১৯-২১; লূক ১২:১৩-২১; মথি ১০:৩৭-৩৯; কলসীয় ৩:২।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়িকা
ফিলিপিয় ৪:৮-৯।

লোভ এবং প্রতিমাপূজা
গালাতিয় ৫:১৯-২১; কলসীয় ৩:৫-৬।

লোভ করার ভয়াবহতা
রোমীয় ১:২৮-৩২; যিশাইয় ৫৭:১৭; মার্ক ৭:২০-২৩; লূক ১২:১৫; ইফিষিয় ৫:৩-৫।

লোভ ত্যাগ করা
গীতসংহিতা ১১৯:৩৬-৩৭; ইব্রীয় ১৩:৫; মথি ৬:১৯-২১; ২৫-৩৪।

চিন্তার উদ্দীপক

১. যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায়ের দশ আজ্ঞাগুলো আরেকবার পড়ুন, এবার আরেকবার ভেবে দেখুন এখানে কতগুলো আজ্ঞা মূর্তিপূজার সাথে সম্পর্কযুক্ত, আপনার পূর্বের তালিকার সাথে এগুলো সমন্বয় করুন।

২. মথি ৬:২৫-৩৪ পড়ুন।
   ক. যিশু যে বিষয়গুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে মানা করেছিলেন, আজকের দিনে সেই বিষয়গুলোর সমতুল্য কি কি বিষয় আছে যা নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তা করি? আজকের দিনে মানুষের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় কি বলে আপনি মনে করেন? এধরনের দুশ্চিন্তার জন্য বইবেল থেকে আমরা কি উপদেশ গ্রহন করতে পারি?
   খ. আমাদের আসলে যা প্রয়োজন এবং আমরা যা চাই তার মধ্যে বিজ্ঞাপন একধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আপনি এধরনের কিছু উদাহরণের কথা ভাবতে পারেন? আমরা যা চাই এবং আমাদের যা আসলে প্রয়োজন তার মধ্যে পর্থক্য বুঝতে বাইবেলের কোন পদগুলো আমাদের সহযোগীতা করতে পারে?
   গ. আমাদের যা দরকার সে বিষয়ে বা সেসবের জন্য প্রার্থনা করা কি ঠিক?
   ঘ. আমরা যা চাই সে বিষয়ে বা সেসবের জন্য প্রার্থনা করা কি ঠিক?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. আজকের দিনে মানুষ কি কি উপায়ে প্রতিমাপূজা করে তার একটি তালিকা তৈরী করুন। আপনার জীবনে তারা কতটুকু প্রভাব ফেলছে? এই বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে, এবং আপনি যেন এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উটতে পরেন সেজন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য চান।

২. ১ করিন্থিয় ৮ অধ্যায় পড়ুন।
   ক. আজকের আধুনিক যুগে আমরা কি কি কাজ করি যা মূর্তির মন্দিরে বসা, মূর্তির উপসনায় উৎসর্গ করা মাংস খাওয়ার সমতুল্য?
   খ. এই ধরনের ঘটনাগুলোতে আমাদের বিবেক যে ভূমিকা পালন করে তা নিয়ে আলোচনা করুন।
   গ. আজকের দিনে পৌলের উপদেশ কিভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব?

৩. আপনি যে টিভির অনুষ্ঠানগুলো দেখেন এবং / অথবা যে ম্যগাজিনগুলো আপনি পড়েন সেগুলোর সব বিজ্ঞাপনগুলো উপর একটি জড়িপ করুন। আপনার জড়িপের ভিত্তিতে যেসব জিনিস বা জীবনযাত্রার দিকগুলো আপনাকে লোভ করার জন্য প্রলুবদ্ধ করে তার একটি তালিকা তৈরী করুন। আপনার লোভকে প্ররোচিত করার জন্য কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে?

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- *The genius of decipleship* লেখক Dennis Gillett (The Christadelphian কর্তৃক ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত)। ২০ (৫ পৃষ্ঠা) এই অধ্যায়টিকে নাম দেওয়া হয়েছে "Principles of progress: let us lay aside every weight"। ঐশ্বরিক জীবনে অগ্রগতির পথে আমারা যে বাধাগুলোর মুখোমুখি হই সেই বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।
- *The Shelter of each other* ৫ অধ্যায় "One Big Town" লেখক Mary Pipher। এই বইটি কোন খ্রিষ্টিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়নি, তবে আমাদের সমাজের ক্ষতিকর যে অস্বাভাবিকভাবে ঈশ্বহীনতা এবং লোভ রায়েছে সে বিষয়ে যদি আপনার জানার প্রয়োজন থাকে এই বইটি আপনার জন্য এটি তথ্যবহুল বই। এটি চোখ খুলে দেবার মত বই এবং আমরা যে বিষয়গুলোকে না জেনে কেবলমাত্র অভস্ত হবার দরুন গ্রহন করে নেই সে বিষয়গুলো সম্পর্কে এটি আমাদের কে চ্যালেঞ্জ করে। আমাদের গণমাধ্যমগুলো কিভাবে আমাদের উপরে বিভিন্ন আদর্শ চাপিয়ে দেয় সেসব নিয়েও এই বইটিতে আলোকপাত করা হয়েছে।
- *Reformation* লেখক Harry Whittaker (Biblia, কর্তৃক ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত)। ৮ এবং ২৩ অধ্যায় কঠোরতা এবং বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আরো দেখুন

৪৮. দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ
৫৮. অর্থ এবং সম্পদ